ডায়মণ্ড কমিকস্
DB-316 Rs. 8.00
U.S. $ 0.25
অগ্নিপুত্র-অভয়
আর সাইবোর্গ
Lay's
DIAMOND COMICS BONANZA
1st Prize
a trip to Disneyland
SEE DETAILS OF FREE GIFTS AND PRIZES INSIDE

অগ্নিপুত্র-অভয় আর সাইবোর্গ

লেখক মহেশ দত্ত শর্মা | সম্পাদক গুলশন রায় | চিত্রাঙ্কন অজিত বাসইকর | অনুবাদ সহেলী দে | ক্যালিগ্রাফি পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

ছ'মাস পরে রুবীর সঙ্গে দেখা হবে।

হঠাৎ গাড়ীর গতি বেড়ে গেল—
ড্রাইভার! কি হয়েছে?
স্...স্যার! ব্রেক ফেল...

ন...না!
আপনি লাফিয়ে পড়ুন, স্যার! নয়তো... নয়তো...

কিন্তু প্রতাপ লাফিয়ে পড়ার আগেই গাড়ী খাদে গড়িয়ে পড়ল—
স্ট SSS
বাঁচাও!

একটু পেছনে আসতে থাকা গাড়ীতে কেউ চমকে উঠল—
এ্যাক্সিডেন্ট!

ওহো! দুজনেই মারা গেছে!

হঠাৎ সেই রহস্যময় ব্যক্তির চোখ দুটো চমকে উঠল —
ও আমার কাজে আসতে পারে!

একটু পরেই প্রতাপের মৃত শরীর নিয়ে গাড়ি ছোটাচ্ছিল সেই রহস্যময় ব্যক্তি —

একটা প্রাচিন বাড়ীর কাছে গিয়ে গাড়ি থেমে গেল —
বাজুল! একে এখুনি ভেতরে নিয়ে চল!
যো হুকুম!

ভেতরে —
আমার অনুমান ঠিকই ছিল। এখনও এর মস্তিষ্ক আর হৃৎপিণ্ড কাজ করছে!

একটা হাত, একটা পা আর পাঁজরের তিনটে হাড় ভেঙে গেছে।
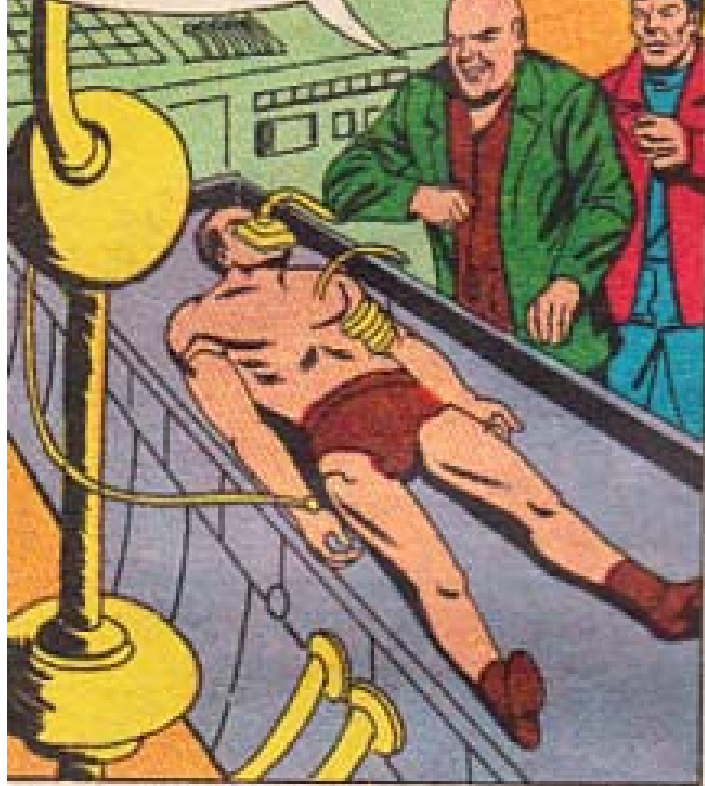
এই কৃত্রিম যান্ত্রিক অঙ্গ একে নূতন জীবন প্রদান করবে।

হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে! এবার আমি এর হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্ককে সক্রিয় করে তুলছি!

টিক্-টিক্-টিক্
গুড! সক্রিয়তা ফিরে আসছে!

কাল সকাল হবার আগে এ ঠিক হয়ে উঠবে!

সকালে—
ওঃ...আমি কে? কোথা থেকে এসেছি?
তুমি হচ্ছ সাইবোর্গ! সাইবোর্গ অর্থাৎ অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক মেশিন! তার চেয়ে বেশী কিছুই নও তুমি আর কখনো জানার চেষ্টাও করবে না, বুঝেছ?

হ্যাঁ, আমি সাইবোর্গ আর তুমি?
শাখাল! তোমার মালিক!
নাও, এই পোশাকটা তোমার জন্য!

এবার ঠিক আছে!
এবার তোমাকে বেশ কিছু মহান কাজ করতে হবে...আমার জন্য, সাইবোর্গ!
কাজ! কাজ!! কাজ!!!
আমি শুধু কাজ করতে চাই। কাজ বলুন, মালিক!

বলছি! মন দিয়ে শোন!

হীরক এয়ারপোর্টে আজ অষ্টধাতুর একটা মূর্তি আসছে, ফ্লাইট ৮০৮-এ করে!
তোমাকে ঐ মূর্তি ওড়াতে হবে!
অষ্ট ধাতুর মূর্তি!

অষ্ট ধাতুর মূর্তি!
হ্যাঁ, অভয়! প্রচণ্ড মূল্যবান মূর্তি! প্রাসাদের কাছে অবস্থিত নতুন মন্দিরে স্থাপন করার জন্য আনানো হচ্ছে!

রাজপ্রাসাদেও মূর্তি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—
গুপ্তচরেরা খবর দিয়েছে যে, কেউ ঐ মূর্তি চুরি করার তালে আছে!
মহারাজ! আমি ঐ মূর্তিটাকে সুরক্ষিতভাবে এই পর্যন্ত নিয়ে আসব।

ঐ মূর্তিটার সঙ্গে লাখো লোকের শ্রদ্ধা আর ভক্তি জড়িয়ে আছে, অভয়!
সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি অটুট থাকবে, মহারাজ!

হীরক এয়ারপোর্টে—
HEERAK AIRPORT
এ্যাটেনশন প্লীজ! ফ্লাইট নম্বর ৮০৮ কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই ল্যাণ্ড করতে চলেছে!
অষ্টধাতুর মূর্তি!

মূর্তিকে বাইরে দাঁড়ানো ভ্যানে রেখে দিও, কুলি!
জানি, স্যার!

এ্যাই... সাবধানে!

চল ড্রাইভার! আমি পেছনে বাইকে করে আসছি!
ও. কে.!

এক রেড লাইটে—
ক্লিক!
সুযোগ!

ভ্যানের দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগল সাইবোর্গ-
লক্ করা! কোন ব্যাপার নয়!

আমার হাতের আঙ্গুল ব্লেডের চেয়ে কম নয়!

ভ্যানের দরজা খুলে গেল, তখনই অভয়ের চোখ ওদিকে পড়ল-
?!!

দ্রুত সাইবোর্গকে চেপে ধরল ও –
তোমার এত বড় দুঃসাহস!
মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে আসিস না, ছোঁড়া!

মূর্তি রেখে দাও!
আমার রাস্তা ছাড়!

না শুনলে এই নে!
চাক্!
উফ্! কারেন্ট!
অভয়কে দূরে ছুঁড়ে দিল ও–

আর অভয় নিজেকে সামলানোর আগেই মূর্তি নিয়ে পালাল সাইবোর্গ
ড্রাইভার! তুমি যাও! আমি মূর্তি নিয়ে ফিরব!
অ..আজ্ঞে!

চল রানী! রকেট ছাড়!
ধুম্ম! ধুম্ম!

একটা রকেট টায়ার বার্স্ট করে দিল সাইবোর্গের বাইকের—
বড়াম!
ওকে শিক্ষা দিতেই হবে!

আমাকে বাধা দেওয়ার ফল ভোগ!
ঠাক!
উড়াক!
টিশুম!
আহ!

এই আঙ্গুল দিয়ে আমি স্টীলের পাত কাটতে পারি! এবার তোর পালা!
আহ!
আহ

আরে এই গেল তোর বাইক!
ঝড়াক্‌!

তারপর বিনা বাধায় কেটে পড়ল সাইবোর্গ—

অভয় অসহায় হয়ে দেখতে লাগল—
পালিয়ে গেল! বাইকটারও নম্বর নেই!

অভয় নিজের মোটোরোবের কাছে পৌঁছল—
রানী! তোমার যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে?..
ছোটখাটো চোট-আঘাতে আমার কিছু হয় না, রাজা। তবে, তোমার যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই! দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে... রক্তের রূপে!

মেশিনের সঙ্গে লড়লে এমনটা হয়, রানী!
মেশিন!

রাজপ্রাসাদে—
যন্ত্র-মানব!?
হ্যাঁ মহারাজ! নিজের হাতের আঙ্গুল দিয়ে ও ভ্যানের দরজা চিরে দিয়েছিল!

এই চোট দেখুন! সাধারন আঙ্গুল দিয়ে এত গভীর ক্ষতস্থান সৃষ্টি করা যায় না!

তুমি আগে এর চিকিৎসা করাও, অভয়! বাকী কাজ পরে হবে!
অ...আজ্ঞে, মহারাজ!

ওদিকে শাখালে—
তুমি প্রথম অভিযানে সফল হয়েছ, সাইবোর্গ!

এবার তোমাকে এই মূর্তি ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিতে হবে!
ফেরত!?

হ্যাঁ...কারণ আমার শুধু এই কৌটোটার প্রয়োজন ছিল!
আমার লোকেরা হনুলুলু থেকে এই মূর্তি-টার পেটের মধ্যে এই কৌটোটা পুরে দিয়েছিল!
কৌটো!? এতে আছেটা কি?

এই মাইক্রো ফিল্ম! এই ফিল্মে এক অদ্ভুত আবিষ্কারের ফর্মুলা বন্দী হয়ে রয়েছে!

এবার মূর্তি ফেরত দিয়ে এসো...যাতে, আমাদের খোঁজ বন্ধ হয়ে যায়!

অভয় ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল—
অভয় বলছি!
মূর্তি পাওয়া গেছে, অভয়!

মহারাজ! আপনি কি বলছেন, মহারাজ?!
আজ আমি যখন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, তখন মূর্তি প্রাসাদের ফটকের কাছে রাখা ছিল।

তাড় জন্যে ওঠার ভয়ে আমি মূর্তি ভেতরে রেখে নিয়েছি!
আমি এখুনি আসছি, মহারাজ!

শীঘ্রই অভয় এসে পৌঁছল–
আশ্চর্য্য! অপহরণও করল, আবার ফিরিয়েও দিল!
তাতে আমাদের কি, অভয়! আমরা আমাদের জিনিষ পেয়ে গেছি আর সংবাদ মাধ্যম জানতেও পারল না।

এক মিনিট, মহারাজ! আমি এটাকে একটু পরীক্ষা করে নিই!
টন টন!
!!?

এই দেখুন– ফাঁপা পেট!
ওহো!

এতে নিশ্চয়ই কিছু ছিল– সেটা বের করে নেবার পর মূর্তিটা ওর কাছে বেকার হয়ে আছে!
এই মূর্তির দাম তিরিশ লাখ টাকা ঐ জিনিষটা নিশ্চয়ই এর চেয়েও বেশী দাম হবে!

সেটা তো কোন যন্ত্র-মানবই বলতে পারে, মহারাজ!
এখনও তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি, অভয়! এখনও সব কিছু সামলে নেওয়া যেতে পারে!

এই মূর্তি কোথা থেকে আনানো হয়েছিল, মহারাজ?
হনুলুলুর এক কোম্পানী 'ইমেজ মেকার' থেকে।
IMAGE MAKERS
HONALULU

ইমেজ মেকার! ওখান থেকে কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে, মহারাজ!
যা ভাল বোঝ, কর! কিন্তু রহস্য যেন তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে পড়ে!

সেদিন সন্ধ্যার ফ্লাইটে অভয় হনুলুলু রওনা হয়ে পড়ল...

ওদিকে শাখালের চোখ দুটোয় এই মুহূর্তে খুশীর মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল
আহা-হা! প্রো: হানের অভূতপূর্ব ফর্মুলা!
আজই এটার ওপর কাজ শুরু করে দিচ্ছি!
!!?

এরপর নিজের ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে শাখাল নিজেকে হারিয়ে ফেলল।
এই ফর্মূলা নিঃসন্দেহে ফুল-প্রুফ।

ও একটা খেলনা উঠিয়ে নিয়ে বাইরে চলে এল—
ঐ বাসটা দেখতে পাচ্ছ, সাইবোর্গ? এবার এই খেলনা গাড়িটা ঐ বাসটাকে উড়িয়ে দেবে।
অ্যাঁ?

শাখাল রিমোট টিপলে খেলনা গাড়ি বাসটার পেছনে ছুটে চলল ..ঠিক যেন চোরের পেছনে পুলিশ—
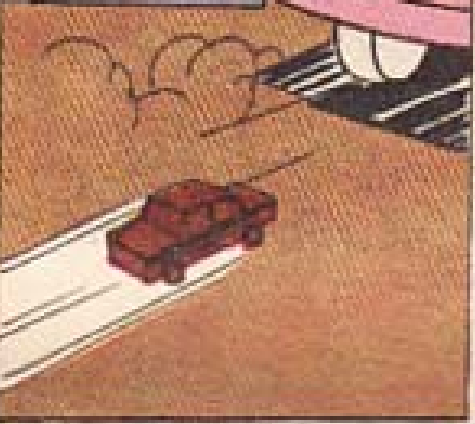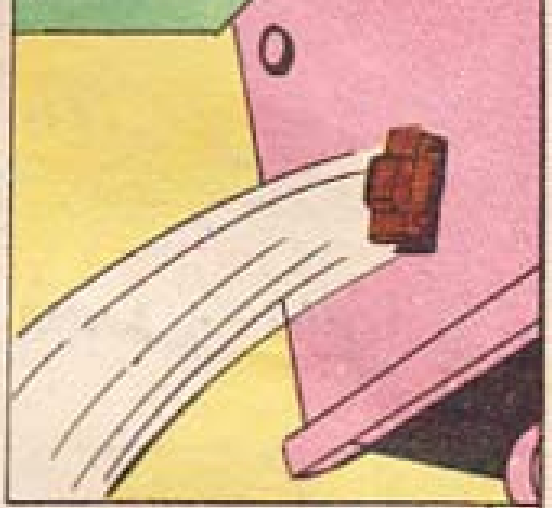
এরপর পরের বোতাম টিপতেই গাড়ি লাফিয়ে উঠে বাসের সঙ্গে চিপ্‌কে গেল, ঠিক যেন লোহার সঙ্গে চুম্বক—

এবার আমি বাসটাকে ওড়াচ্ছি, সাইবোর্গ- দেখ!
??

বোতাম টিপতেই বাক্সটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল-
উড়াম!

অদ্ভুত!
এবার শহর জুড়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে সাইবোর্গ.. যাতে আমাদের আবিষ্কারের পরীক্ষা হতে পারে।

এখানে বসে-বসে আমরা যে কোন বাস, গাড়ী, প্লেনকে আমাদের খেলনা দিয়ে ওড়াতে পারি, সাইবোর্গ!

দেখ... হীরক এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্লেন টেক-অফ করছে!

...এই গেল আমাদের খেলনা শিকারী...

...আর বোতাম টিপতেই..
ধুম!

ঠিক এই ভাবে খুনী শাখালে একটা ট্রেনকেও উড়িয়ে দিল —
ধড়াম!
ভড়াম!
মানুষের রক্ত জলের মত বইয়ে দিয়ে ও কে জানে কোন্ শান্তি পাচ্ছিল —
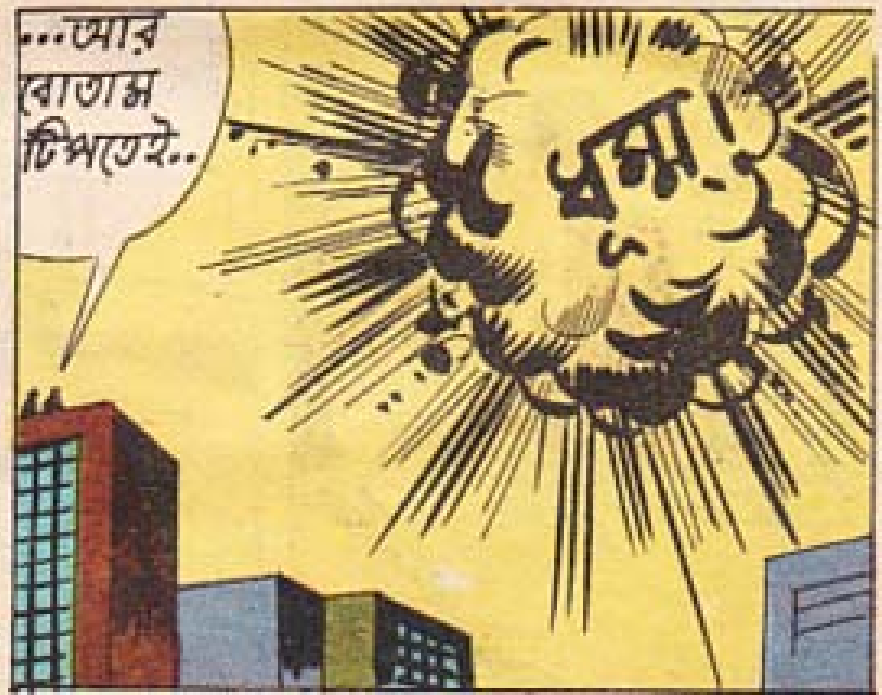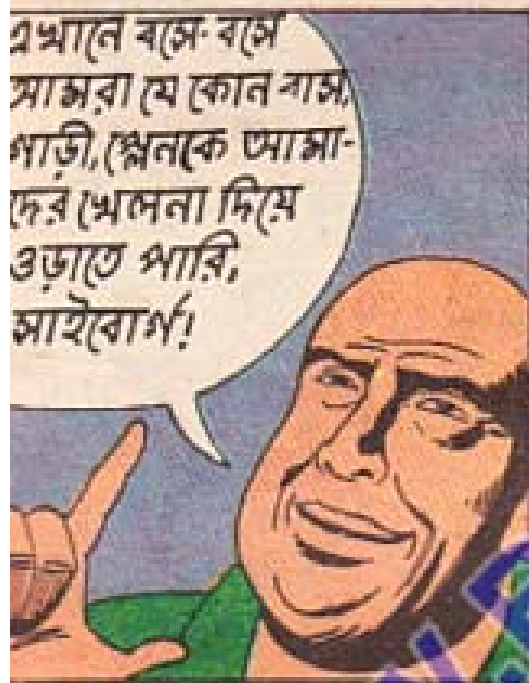
মহারাজ বীরেন্দ্র সিং চিন্তায় ডুবে গিয়ে পায়চারী করে চলছিলেন —
অভয় নেই আর, কি তখনই শহর জুড়ে এত দুর্ঘটনা!

ওদিকে হনুলুলুতে অভয় —
IMAGE MAK
ওয়েলকাম মিস্টার! বলুন.. কি দেখাব?
ইন্দ্রপ্রস্থে ভগবান শ্রী রামের মূর্তি আপনারাই সাপ্লাই করেছিলেন?

অ...আজ্ঞে হাঁ, মিস্টার! পছন্দ হয়নি নাকি?

মূর্তির ফাইনাল চেকিং কে করে?
রাবর্টন!
!!

রাবর্টন! ভগবান শ্রীরামের মূর্তির চেকিং-প্যাকিং আপনিই করেছিলেন?
স..আজ্ঞে হাঁ! কিছু ভুল হয়ে গেছে কি, মিস্টার?

মূর্তির ফাঁপা পেটটা আপনি লক্ষ্য করেছিলেন?

হ্যাঁ! একদম খালি আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল ওটা!
ওহো!

চেকিং-প্যাকিং করার সময় কোন লোক কি এসেছিল--যে ঐ মূর্তিটা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছিল। মনে পড়ছে কিছু?
হ...হ্যাঁ! মনে পড়েছে! প্রো. হান এখানে প্রায়ই আসতেন আর শ্রী রামের মূর্তিটার সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করতেন!

চেকিং-প্যাকিং করার দিনেও উনি এসেছিলেন আর মূর্তিটা ঝুঁকে-ঝুঁকে দেখছিলেন!
ওহো! সেই সময় কি আপনি লাগাতার মূর্তির কাছে ছিলেন?

না! আমি চা খেতে ক্যান্টীনে গিয়েছিলাম, সেই সময় প্রো. হান মূর্তির কাছেই ছিলেন!

প্রো. হানের ঠিকানা জানেন আপনি?
'স্কাই ভিউ', ফোর্ট স্ট্রীট!

ইয়েস প্লীজ!
আমি প্রোফেসর হানের সঙ্গে দেখা করতে চাই!
SKY VIEW

আমিই প্রো. হান!

আমি অভয়... ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে আসছি। ইমেজ মেকারের সাহায্যে করা ভগবান শ্রী রামের মূর্তি আপনার খুবই পছন্দ হয়েছিল?
মূ... মূর্তি?
প্রো. হান প্রচণ্ড চমকে উঠলেন!

হ...হ্যাঁ...ওটা....
ওটার পেটে আপনি কি লুকিয়েছিলেন?

কি বলছেন কি?
ওরা আমাকে সব কিছু বলে দিয়েছে, প্রো. হান! কিন্তু আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই!

কি বলছেন কি আপনি? আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না!

প্রোফেসর! আমাকে আঙুল বেঁকাতে বাধ্য করবেন না, প্লীজ!
আপনি আ...আমাকে ম...মেরে ফেলবেন?

প্রয়োজন পড়লে একটুও দ্বিধা করব না! বলুন!
আসুন আমার সঙ্গে!

কিছুদিন আগে ইন্দ্রপ্রস্থে ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল! ওতে আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

ওখানে ড: শাখালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।
হ্যালো প্রো. হান। আপনি তো এক মহান আবিষ্কারক! আমার জন্য নতুন কিছু বানান!
নিশ্চয়ই! বলুন কি বানাবো?

এই দেখুন আমার অসম্পূর্ণ আবিষ্কার! এটাকে আপনি যদি পূর্ণ করে দেন তো....
ক্...কিন্তু এটা তো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে, ডা. শাখাল!

কিন্তু আমাদের পক্ষে তো লাভজনক হবে! ফর্মুলা বেচে আমরা কোটি কোটি টাকা কামাতে পারি, প্রোফেসর! ফিফ্‌টী-ফিফ্‌টী ভাগ করে নেব!

ও.কে.! আমি চেষ্টা করব!
ধন্যবাদ, প্রোফেসর!

এখানে ফিরে এসে আমি কাজে লেগে পড়লাম। আমি এমন এক ডায়নামাইট চিপের আবিষ্কার করলাম, যেটা যে কোন খেলনায় ফিট করে ওটাকে চালানো যেতে পারে আর প্রয়োজন পড়লে রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা ঐ খেলনাটাকে ওড়ানোও যেতে পারে!...

...আর ঐ খেলনার সাথে-সাথে সেই বস্তুটাও ধ্বংস হয়ে পড়বে, যার কাছাকাছি ঐ খেলনা থাকবে!
ওহো! এত ভয়ংকর আবিষ্কার!

তারপর সেই ফর্মুলা একটা মাইক্রোফিল্ম বানিয়ে শ্রীরামের মূর্তির পেটের মধ্যে রেখে আমি ড: শাখালের কাছে পৌঁছে দিই!

আমার অনুপস্থিতিতে কে জানে, ইন্দ্রপ্রস্থে এই মুহূর্তে কি হচ্ছে?! ড: শাখালের ঠিকানা বলুন!
ব...বলছি
প্রো. হান ঠিকানা বলে দিল—

প্রো. হান! এবার তুমি নিজের মুখ বন্ধ রাখবে। কাউকে এটা বলবে না যে, আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে তোমার কাছে এসেছিলাম!
ন...না... বলব না! প্রতিজ্ঞা করছি!

অভয় ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে উড়ে চলল—
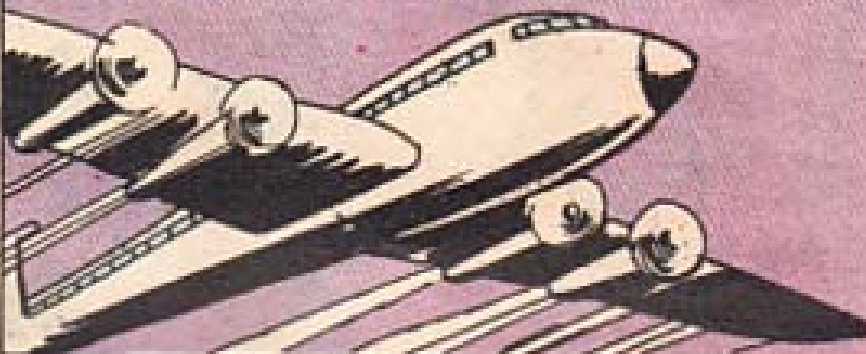
ওদিকে, শাখাল অপরাধীদের এক সভা ডেকেছিল—
বন্ধুগণ! বাস, ট্রেন, প্লেন.. এই খেলনা দিয়ে ওড়ান। এটার জোরে আপনারা যে কোন দেশকে মাথা ঝোঁকাতে বাধ্য করে তুলতে পারবেন!
ভেরী গুড! ভেরী গুড

ইচ্ছেমতন টাকা-পয়সা হাসিল করতেও পারবেন, ইচ্ছেমতন কাজ করিয়ে নিতে পারবেন!
দাম বলুন, শাখাল!

আমিও চাই!
আমিও!
আমিও!

ঠিক তখনই, একজন এসে খবর দিল—
আপনার জন্য জরুরী মেসেজ, স্যার!
এক্সকিউজ মী, জেন্টলমেন! আমি এখুনি ফিরে আসব!

নিউজ শুনে ফিউজ উড়ে গেল শাখালের—
এটা সত্যি শাখাল! বন্দুকের ভয় দেখিয়ে অভয় আমাকে দিয়ে সব কিছু কবুল করিয়ে নিয়েছে!
নো, প্রো. হান!

ও ফ্লাইট নম্বর ৩০৩ করে যাচ্ছে। তুমি সাবধানে থেকো!
ধন্যবাদ!

বন্ধুগন! কেনাবেচা অন্য সময়ে হবে। একটা আর্জেন্ট কাজ এসে পড়েছে আমার!
ও.কে.! ও.কে.! আমাদেরও কোন তাড়াহুড়ো নেই মি. শাখাল!

সবাই চলে যাবার পরে—
সাইবোর্গ! এসো আমার সঙ্গে!

ওপরে—
এই খেলনাটা এবার আমার শত্রু অভয়ের যমদূত হয়ে উঠবে।

খেলনা প্লেন শূন্যে উড়ে চলল—
তারপর ওদের দুজনের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

হনুলুলু থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে উড়ে চলা ফ্লাইট নম্বর ৩০৩
কফি, স্যার!
ধন্যবাদ!

কফিতে চুমুক মারতে-মারতে অভয় হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, যেন ওর সীট থেকে লম্বা-লম্বা কাঁটা বেরিয়ে এসেছে
না!

দৃশ্যটা ঠিক এরকম ছিল: মৃত্যুরূপী খেলনা প্লেনটা প্লেনের ঠিক কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল—
খেলনা প্লেন, পায়লট! বিপদ!

পায়লট! প্লেনকে ঐ টয় প্লেন থেকে দূরে নিয়ে যান!
ওটা কোত্থেকে এল? ওটা উড়ছেই বা কি করে?

প্রশ্ন পরে করবেন! আগে প্লেনের স্পীড বাড়ান। দিক বদলান!

কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। টয় প্লেন ঠিকই পেছনে লেগে ছিল—
হে ঈশ্বর!
ওটা মাথার ঠিক ওপরে এসে গেছে!

কয়েক মুহূর্ত পরেই এক কর্ণভেদী বিস্ফোরণ হল —
ডুড়ুং

কী আশ্চর্য! প্লেন সুরক্ষিত ছিল —
অ্..আমরা বেঁচে আছি?

অলৌকিক!
থ্যাঙ্ক গড!

ঠিক তখনই এক মানবাকৃতি প্লেনে প্রকট হল —
অগ্নিপুত্র! প্লেন তুমি বাঁচিয়েছ, অগ্নিপুত্র?
নিঃসন্দেহে! আমি প্লেনকে সুরক্ষা-কিরণ দিয়ে ঘিরে ফেলে-ছিলাম, নয়তো...

ওহো! তুমি সময় মত এসে না পৌঁছলে এতগুলো প্রাণ...
অগ্নিপুত্র... জিন্দাবাদ!

শত্রু শেষ?
হ্যাঁ! আমার নিশানা কখনো ব্যর্থ হয় না, সাইবোর্গ!

ফ্লাইট নং ৩০৩-এর আসার সময় হয়ে গেছে। ওটা যদি না আসে, তো ধরে নাও খেল্ খতম!

ঐ যে, ওটা এসে গেছে!
না... অসম্ভব! আমার নিশানা ব্যর্থ হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গড়বড় আছে!

সাইবোর্গ! এই ফোটোটা দেখ! একে তোমাকে আমার কাছে আনতে হবে... জীবিত অথবা মৃত!
যো হুকুম, প্রভু!

এর সঙ্গে আমি আগেও মুখোমুখি হয়েছি! একে ঘায়েল করেছিলাম সেবার.. এবার একে সোজা যমপুরীতে পাঠাব!

অগ্নিপুত্র অভয় সোজা রাজপ্রাসাদে পৌঁছল
ওহো! আমার অনুপস্থিতিতে এত বড় বিনাশ-লীলা হয়ে গেছে?
হাঁ, অভয়! কে জানে প্লেন, বাস, ট্রেন.. সব কে উড়িয়ে দিয়েছে!
অসংখ্য নিরীহ মানুষের প্রাণ চলে গেছে!

এবার আর ঐ শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না, মহারাজ! ওর শেষ সময় এসে গেছে এবার!

ও তো আমাকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল মহারাজ! কিন্তু অগ্নিপুত্র....

ওহো! তোমাকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে, অভয়! শত্রু অত্যন্ত শক্তির অধিকারী আর চালাকও বটে!
মহারাজ! এমন অপরাধীদের মুখোমুখি তো আমাকে প্রায়ই হতে হয়! মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!

অভয়! প্রতিদিনের ঘটনার রিপোর্ট আমার চাই!
পেয়ে যাবেন, মহারাজ!

রাস্তায় এক জায়গায়–
যন্ত্র-মানব!
কে?

ওই যে! ও-ই মূর্তির অপহরণ করেছিল, অগ্নিপুত্র!
ও-ও নিশ্চয়ই শাখা
লের সাথী হবে! ওকে আটকাতে হবে।

সাইবোর্গও অভয়কে দেখে নিয়েছিল–
অভয়! তোকেই খুঁজছিলাম আমি!
ওর মতি-গতি ভাল মনে হচ্ছে না।

সত্যিই! বাইক দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল সাইবোর্গ–

তারপর ও অভয়ের গলা চেপে ধরল–
তোকে জীবিত অথবা মৃত চাই আমি!
ছাড় শয়তান!

শয়তান নয়, সাইবোর্গ বল! অর্ধেক মানব, অর্ধেক মেশিন!
উফ্! এই যান্ত্রিক হাতের কারেন্ট শরীরের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে!

তখনই, অগ্নিপুত্র সাইবোর্গকে নীচের দিকে টানল —
শয়তান! ছাড় আমার বন্ধুকে!
উফ্! এ গলা ছাড়ছেই না!

অভয়ের গলায় সাইবোর্গের হাত সাঁড়াশির মত চেপে বসেছিল —
ওহো! এর শক্তির সামনে আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছি।
আ-আহ্

আমি তোমার চারপাশে সুরক্ষা-চক্র ঘিরে রেখেছি, অভয়! তোমার কিছুই হবে না!
কিন্তু এর ছুঁচোল পাঞ্জা আমার গলার মাংস উপড়ে নিচ্ছে!

আমি কোন শক্তি ব্যবহার করতে পারি না, অভয়! তাতে তোমার ক্ষতি হতে পারে।
সাইবোর্গের সামনে অগ্নিপুত্র অভয় অসহায় হয়ে উঠেছিল।

তখনই একটা গাড়ি এসে থামল ওখানে –
প্রতাপ! আমার প্রতাপ!

কে প্রতাপ? এ তো সাইবোর্গ.... যন্ত্র-মানব!
না! ও প্রতাপ! আমার বাগ্‌দত্ত ও!

সাইবোর্গে বদলে যাওয়া প্রতাপকে ধরে নাড়া দিল রুবী
প্রতাপ! আমাকে চেনার চেষ্টা কর। আমি রুবী!

সাইবোর্গের মস্তিষ্কে যেন এক ঝট্‌কা লাগল –
প্রতাপ! আমি প্রতাপ!
ও অভয়ের গলা ছেড়ে দিল।

হ্যাঁ, তুমি প্রতাপ! মনে করার চেষ্টা কর, তুমি নৈনিতাল থেকে তিন সপ্তাহ আগে আসছিলে....

আমরা হোটেল 'লভ-হার্ট'-এ ডিনার খাব বলে ঠিক ছিল! কিন্তু তুমি এলে না আর আজ তোমাকে এই রূপে পেলাম।

অগ্নিপুত্র-অভয় অবাক হয়ে সব ড্রামা দেখে চলেছিল। তখনই প্রতাপ ওদের দিকে ফিরল–
আমি অপরাধী, মি. অভয়! আমাকে গ্রেপ্তার করে নিন!
আমাকে সব খুলে বল, প্রতাপ ওরফে সাইবোর্গ!

প্রতাপ বলে চলল–
তিন সপ্তাহ আগে আমি নৈনিতাল থেকে কাজ সেরে ফিরছিলাম। বৃষ্টির জন্য আমার গাড়ীর ব্রেক ফেল হয়ে যায় আর গাড়ী খাদে পড়ে যায়!

তারপর কি হয়েছিল, আমার কিছু মনে নেই!
শাখাল বলেছিল যে, আমি নাকি সাইবোর্গ! অর্ধেক মানুষ-অর্ধেক মেশিন!
মানে ও-ই অপরাধী বানিয়েছে তোমাকে!

হ্যাঁ, মি. অভয়! ও-ই আপনাকে শেষ করতে পাঠিয়েছিল আমাকে!

এবার আমরা ওরই চালে ওকে মারব, মি. প্রতাপ! আমি তোমার সাথে তোমার বন্দী হয়ে যাব!
বাকী আমি সামলে নেব!

ধন্যবাদ, মিস্ রুবী! তুমি আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছ!
তুমি যাও, রুবী! আমি তাড়াতাড়ি ফিরব!
প্রতাপ!

শীঘ্রই... শাখালের সামনে...
শত্রু হাজির, মালিক! জীবিত... ওয়ানপীস্!
গুড! এবার আমি একে নিজের হাতে যমের বাড়ী পাঠাব!

এই কুকুরটা এবার তোমার প্রান নেবে! কুকুরের মত মরবে তুমি! তুমি প্রো. হানকে ভয় দেখিয়েছ, ধমকিয়েছ!

তখনই সাইবোর্গ চিতার মত ঝাঁপায় শাখালের ওপরে...
বেইমান! তোর এত বড় সাহস!
তুই আমাকে মানুষ থেকে মেশিন বানিয়েছিস, অপরাধী বানিয়েছিস! আমি তোকে শেষ করে দেব, শয়তান!

সরে যা! আমার সামনে তোর শক্তি পিঁপড়ের চেয়ে বেশী নয়!

এবার এই খেলনা কুকুর তোকেই শেষ করবে!

কুকুর দ্রুত ঝাঁপালো প্রতাপের ওপরে...কিন্তু অদৃশ্য অগ্নিপুত্র ওকে মাঝপথেই লুফে নিল–

তারপর কুকুরকে নিষ্ক্রিয় করে অগ্নিপুত্র প্রকট হল–
তোর খেল এবার খতম, শাখাল!
ও...তুমি...অগ্নিপুত্র!
তোমাকে নিষ্ক্রিয় করারও উপায় আছে আমার কাছে!

তার আগে আমি তোকে নিষ্ক্রিয় করে তুলব!

শূন্য ডিগ্রীর অক্সিজেনের প্রভাবে শাখালের হাত-পা জমে উঠল–
আ-হ!

সেদিন সন্ধ্যায় ওকে মহা-
রাজ হীরেন্দ্র সিং-এর
দরবারে পেশ করা হল—
মহারাজ! অপরাধী হাজির!
এর সব অপরাধ তো আপনি
জানেন।
হ্যাঁ! এ যাবজ্জীবন
কারাদণ্ডের যোগ্য!

এ জন ভাল লোককে
অপরাধী
বানিয়েছে।
প্রতাপ
তির যোগ্য!
আমরা মাফ
করছি!
ধন্যবাদ,
মহারাজ!

মহারাজ! খবর
এসেছে যে, হনুলুলু
পুলিশ প্রো. হানকে
গ্রেপ্তার করে
নিয়েছে!
গুড! এই
ধরনের অসা-
মাজিক
লোকেদের
স্বাধীনভাবে
ঘুরে বেড়ানো সমা-
জের পক্ষে ক্ষতি
কারক!

প্রতাপ আর রুবী
কৃতজ্ঞতা জানালো
অগ্নিপুত্র-অভয়কে—
আপনাদের সাহায্য
ছাড়া আমি হান
এর হাত থেকে
মুক্তি পেতাম
না, ধন্যবাদ!
আমরা
শুধু
নিজেদের
কর্তব্য পালন
করেছি মাত্র।

এবার অনুমতি দিন,
মহারাজ!
এখন নয়, অগ্নিপুত্র! কাল ভগবান
শ্রীরামের মূর্তির স্থাপনা হবে। সেই
অনুষ্ঠানের পরে তুমি যেতে পারবে!
হ্যাঁ, বন্ধু!
সমাপ্ত